সিলেট শহর মহাপরিকল্পনা
(২০১০-২০৩০)

ভূমিকা

সিলেট শুধু একটি ঐতিহাসিক শহরই নয়, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন এলাকার বৈশিষ্ট্য বহন করে। সিলেট শহর ও এর আশেপাশের ৮৫.১৮ ব: কি: (২১০৩৯ একর) এলাকা নিয়ে আলোচ্য পরিকল্পনাটি প্রণীত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের এলাকা ২৬.৫ ব: কি: এবং অবশিষ্ট ৫৮.৬৮ ব: কি: এলাকা সিটি কর্পোরেশন বর্হিভূত। সিলেট শহরের ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে +১.২৩৩ মি: থেকে +৪.২২১ মি: এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ এলাকা সুরমা নদীর সম্ভাব্য বিপদ সীমার চেয়ে উঁচু। সিলেটের সঙ্গে সমগ্র দেশের সড়ক, রেল ও বিমান পথে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যবসা বাণিজ্য, কল-কারখানা গড়ে উঠছে। ফলে শহর দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করছে। এই বৃদ্ধি ছিল অনেকটা অপরিকল্পিত। যত্রতত্র ভবন/অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কৃষি জমি, প্রাকৃতিক জলাধার সমূহ ভরাট হয়ে পড়ছিল। তাই প্রয়োজন ছিল একটি যুগোপযোগী মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্যোগে সিলেট শহরকে সুন্দর ও আধুনিক শহরে পরিণত করতে "প্রিপারেশন অব ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ফর সিলেট ডিভিশনাল টাউন" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়।

মহাপরিকল্পনার দর্শন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পদ্ধতিগতভাবে স্থানীক বিন্যাস, আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন, পরিবেশের মান উন্নয়ন এবং আনন্দময় সামাজিক সেবা সংস্থানের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করার মহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে মহাপরিকল্পনার দর্শন নিহীত। এই মহাপরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিলেট শহরকে বাসযোগ্য একটি নগরে পরিণত করা যার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়ন প্রতিফলিত হবে। এই শহর হবে সিলেট অঞ্চলের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির প্রাণকেন্দ্র, যেখানে মানুষ বসবাসের জন্য আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধাদি বিদ্যমান থাকবে।

মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- শহরের বিভিন্ন খাতভিত্তিক উন্নয়ন সম্ভাবনা অন্বেষণ এবং উন্নয়নের জন্য ২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্প প্রণয়ন।
- দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও গোষ্ঠীগত চাহিদা পূরণ করতঃ তাদের জীবন মান উন্নয়ন করাসহ উন্নত পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, সড়ক অবকাঠামো, বাজার, বাস স্টেশন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, পয়:নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, অবকাশ ও অন্যান্য অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে নগরের জনগণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- এলাকাভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক নিষ্কাশন পরিকল্পনা, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং টেকসই নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যান্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নির্ধারণের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার জন্য অংশগ্রহণভিত্তিক স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন খাতভিত্তিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- ভবিষ্যৎ উন্নয়নের স্বার্থে বেসরকারী খাতের উন্নয়নে নিয়ন্ত্রণ আরোপ, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বিধান।

মহাপরিকল্পনার স্তর: সিলেট মহাপরিকল্পনাকে ০৩ (তিন)টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে;

স্ট্রাকচার প্ল্যান (কাঠামোগত পরিকল্পনা)

২০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০৩০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের উন্নয়নে বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক পলিসি/ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হয়েছে। সমগ্র স্ট্রাকচার প্ল্যান এলাকাকে সর্বমোট ১২টি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং জোনে (SPZ) ভাগ করা হয়েছে। ১২টি জোনের মধ্যে ৬টি জোন প্রস্তাবিত আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় এবং অবশিষ্ট ৬টি আরবান এরিয়া প্ল্যান বহির্ভূত এলাকায় অবস্থিত।

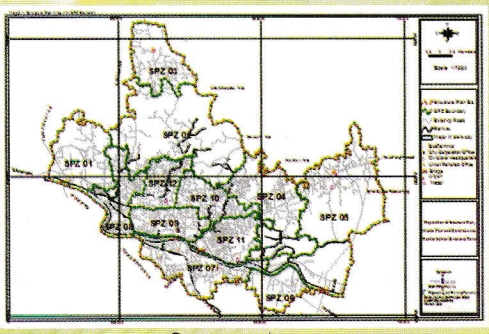

মানচিত্র-০১ : স্ট্রাকচার প্ল্যান

আরবান এরিয়া প্ল্যান (নগর এলাকা পরিকল্পনা)

১০ বছর মেয়াদী (২০১০-২০২০) একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা রয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে রূপরেখা প্রণয়ন এবং শহরের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা/নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় সিলেট নগর এলাকাকে ০৩ টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে (মূল শহর এলাকা, বর্তমান নগর এলাকা ও ভবিষ্যতের নগর এলাকা) এবং প্রতিটি এলাকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উন্নয়নের ধারা ও সম্ভাবনাকে বিবেচনা করে প্রতিটি ভাগকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোকে বলা হয়েছে Strategic Planning Zone (SPZ)। সর্বমোট ০৬টি Strategic Planning Zone (SPZ) আরবান এরিয়া প্ল্যান এলাকায় অবস্থিত।

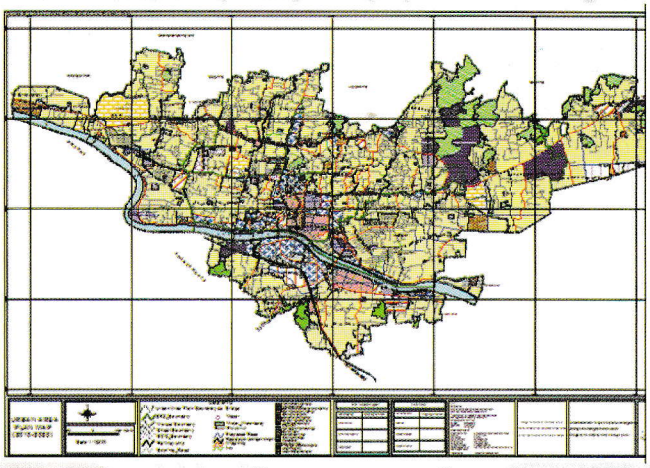

মানচিত্র-০২ : আরবান এরিয়া প্ল্যান

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (বিশদ এলাকা পরিকল্পনা)

০৩ থেকে ০৫ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় যেসব এলাকা জরুরী ভিত্তিতে এ্যাকশন নেয়া প্রয়োজন সে সব এলাকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্ল্যানটিকে বিস্তারিত প্ল্যান এজন্য বলা হয়, কারণ এই প্ল্যানে কি কি সুবিধাদি প্রদান করা হবে তা বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করা থাকে যা বাস্তবায়নযোগ্য।

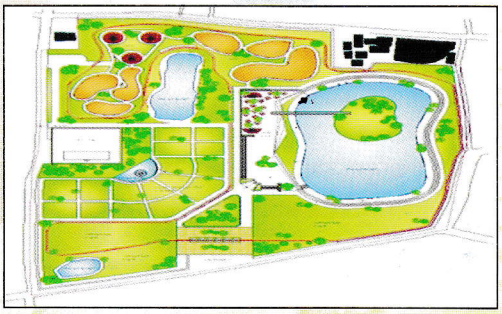

মানচিত্র-০৩ : বিনোদন পার্ক

ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

এই পরিকল্পনায় মোট ১৫টি ভূমি ব্যবহার জোন প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে সর্ব বৃহৎ জোন হবে নগর আবাসন। এই খাতে প্রায় ৩৭.২৯ শতাংশ ভূমি বরাদ্দ করা হয়েছে। ধীর গতির নগরায়নের জন্য কৃষি জমি (১৬.৯৮%) থাকবে। এই জোনে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে টিলা/পাহাড় রয়েছে। এগুলোকে সংরক্ষণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার জোনিং এ প্রায় ৩৫১২.৮৪ একর স্থান চা বাগান হিসাবে রাখা হয়েছে। এখানে শুধু চা বাগান সংশ্লিষ্ট বসত-বাড়ী ভিন্ন অন্য কোন ধরনের আবাসন নির্মাণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিছু এলাকা পরিকল্পিত আবাসন নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অপরিকল্পিত উন্নয়নকেও সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

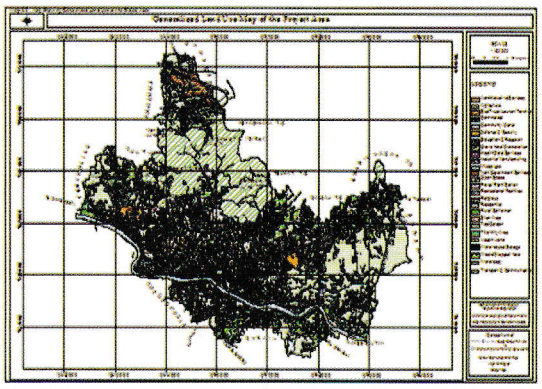

মানচিত্র-০৪ : ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর

সিলেট আঞ্চলিক অফিস, সিলেট

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়